গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd

মিডিয়া রিলিজ

স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় ঔষধশিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্যাটেন্ট আইন সংশোধনের আহ্বান

ঢাকা, ১০ আগস্ট ২০২২: স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় ঔষধশিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বাংলাদেশ প্যাটেন্ট আইন ২০২২ এর প্রয়োজনীয় সংশোধন করা প্রয়োজন—আজ রাজধানীর এনইসি সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত এক সেমিনারে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞরা এ কথা বলেছেন।একই সাথে উক্ত সংশোধন প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও কার্যকর করার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি খাত নিবিড়ভাবে আলোচনার মাধ্যমে যৌথভাবে কাজ করার ওপর তাঁরা গুরুত্ব আরোপ করেছেন। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাপোর্ট টু সাস্টেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্প (এসএসজিপি) ও বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড) কর্তৃক যৌথভাবে আয়োজিত 'Preparedness of Pharmaceutical Sector for LDC Graduation' শীর্ষক সেমিনারে বক্তব্য প্রদানকালে তাঁরা এ কথা বলেন।

সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ্ জাকিয়া সুলতানা, বিল্ডের চেয়ারপার্সন মিজ্ নিহাদ কবির এবং ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রেসিডেন্ট জনাব রিজওয়ান রাহমান। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব মিজ্ শরিফা খান।

বাংলাদেশের ঔষধ শিল্প সাম্প্রতিক দশকগুলোতে প্রভূত অগ্রগতি সাধন করেছে এবং আন্তর্জাতিক বাজারেও বাংলাদেশের ঔষধ জায়গা করে নিয়েছে। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার আওতাধীন TRIPS চুক্তির আওতায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধা (Patent Waiver) এই অগ্রগতি সাধনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তবে সামনের দিনগুলোতে স্থানীয় ঔষধ শিল্পের এই অগ্রযাত্রাকে আরও গতিশীল করার সুযোগ রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন। স্বল্পোন্নত দেশ হতে বাংলাদেশের উত্তরণের প্রেক্ষাপটে পরিবর্তিত পরিস্থিতে ঔষধশিল্পের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে একটি কার্যকরী রোডম্যাপ প্রস্তুত করে তার সঠিক বাস্তবায়ন জরুরি বলে বক্তাগণ মনে করেন। এমতাবস্থায়, TRIPS চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাসমূহ প্রত্যাহারের প্রেক্ষাপটে স্থানীয় ঔষধশিল্পের উপর সম্ভাব্য বিরূপ প্রভাব নিরসনকল্পে ইতোমধ্যে যে সমস্ত পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে তা পর্যালোচনা ও সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে সঙ্গে নিয়ে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনার মাধ্যমে সঠিক বাস্তবায়ন কৌশল নির্ধারণ করতে সেমিনারটি আয়োজন করা হয়।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বেসরকারি শিল্প ও বিনিয়োগ উপদেষ্টা জনাব সালমান এফ রহমান তাঁর বক্তৃতায় উত্তরণ পরবর্তী সময়ে স্থানীয় ঔষধশিল্পের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে প্যাটেন্ট আইন সংশোধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এছাড়া স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পরও যাতে TRIPS চুক্তির আওতায় স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে প্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাসমূহ অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় প্রয়োজনীয় প্রচার প্রচারণা চালানোর আহবান জানান। তিনি অবিলম্বে API Park-এ উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করার উপর জোর দেন। ঔষধ শিল্পে ভবিষ্যতে আরও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হবে এবং এসব সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে এ শিল্পের আরও উন্নয়ন সম্ভব বলে তিনি মতামত ব্যক্ত করেন। একই সাথে স্থানীয়ভাবে প্রস্তুতকৃত ঔষধপণ্যের প্যাটেন্টের আবেদন জমা দেবার জন্য গত ২০০৮ সালে প্রতিষ্ঠিত মেইলবক্সের ব্যবস্থাটি পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে তিনি বিলোপের আহ্বান জানান।

ইআরডি সচিব মিজ শরিফা খান তাঁর বক্তব্যে উত্তরণ পরবর্তী সময়ের জন্য ঔষধ শিল্পকে প্রস্তুত করার লক্ষ্যে সরকারি খাত, বেসরকারি খাত এবং শিল্পখাতের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি শক্তিশালী অংশিদারীত্বমূলক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন ।

শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিব মিজ জাকিয়া সুলতানা বলেন যে সংশ্লিষ্ট বেসরকারি খাত বিশেষত ঔষধ শিল্পের সাথে নিবিড় আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই প্যাটেন্ট আইন সংশোধন করা হবে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ
শেরে বাংলা নগর,ঢাকা।
erd.gov.bd

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সভাপতি জনাব নাজমুল হাসান, এম পি, তাঁর বক্তৃতায় বাংলাদেশের প্যাটেন্ট আইনে প্যাটেন্ট প্রদানের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা ও জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার বিষয় বিবেচনায় নেয়ার আহ্বান জানান।

সেমিনারে বক্তব্য প্রদান কালে বিল্ডের চেয়ারপার্সন মিজ্ নিহাদ কবির মেধাসত্ব সংক্রান্ত কার্যক্রম সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য এ বিষয়ক প্রয়োজনীয় আইনি সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রি-এর প্রেসিডেন্ট জনাব রিজওয়ান রাহমান বলেন যে জৈবপ্রযুক্তিগত গবেষণার উৎকর্ষ সাধনের লক্ষ্যে দেশে বায়োটেক পার্ক ও জেনোম ভ্যালি প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন। তিনি ঔষধ শিল্পে পোষাক খাতের ন্যায় প্রণোদনা দেয়ার ওপর গুরুত্ব দেন।

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল মুক্তাদির তাঁর উপস্থাপনায় বলেন যে স্বল্পোন্নত দেশ হতে উত্তরণের পরেও ২০৩৩ সালের ১লা জানুয়ারি পর্যন্ত TRIPS চুক্তির আওতায় প্রাপ্ত সুযোগ সুবিধাসমূহ যাতে অব্যাহত রাখা যায় সে ব্যাপারে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সাথে প্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। এছাড়া আসন্ন সময়ে ঔষধশিল্প খাতের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষিত দক্ষ জনবল তৈরির উপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ তৌহিদুল ইসলাম তাঁর উপস্থাপনায় বলেন যে বাংলাদেশের সার্বিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থায় আলাদাভাবে বাংলাদেশের জন্য দেশভিত্তিক TRIPS WAIVER এর জন্য আবেদন করতে পারে।

সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও এসএসজিপি-র প্রকল্প পরিচালক জনাব ফরিদ আজিজ । এছাড়া ধন্যবাদ জ্ঞাপনমূলক বক্তব্য প্রদান করেন বিল্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা মিজ্ ফেরদৌস আরা বেগম।

বাংলাদেশ ঔষধ শিল্প সমিতির প্রতিনিধিবৃন্দ, দেশের প্রধান প্রধান ঔষধ প্রস্তুতকারী কোম্পানিসমূহের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং সরকারি, বেসরকারি খাত ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিবৃন্দ উক্ত সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

End

For further information, please contact: Mehdi Musharraf Bhuiyan, Communication Specialist, SSGP, ERD via e-mail: mehdi.ldcgraduation@gmail.com or mob- 88 01715111313